বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: সমস্ত নবী রাসুলের দ্বীন একই "তাওহীদ" আল্লাহর একত্ববাদ
আল্লাহ ও নবী রাসুলদের সতর্কবাণী দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যেও না

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ২৩ মুমিনুন আয়াত ৫২ থেকে ৫৬

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً
এবং তোমাদের এই যে জাতি ইহা তো একই জাতি

وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ
এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর (২৩:৫২)

فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا
কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে.
كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত (২৩:৫৩)

অতঃপর আল্লাহ ধমকের সুরে বলেছেন:

فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ
সুতরাং কিছু কালের জন্য তাদেরকে নিজ বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও (২৩:৫৪)

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ
তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্যস্বরূপ যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তা দ্বারা (২৩:৫৫)

نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ
তাদের জন্য সকল প্রকার কল্যাণ ত্বরান্বিত করেছি?

بَل لَّا يَشْعُرُونَ
বরং না, তারা বুঝে না (২৩:৫৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা তারিক ৮৬ আয়াত ১৭</u>

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও; ওদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য (৮৬:১৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ১৫ হিজর আয়াত ৩</u>

ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ওদেরকে ছাড়, ওর খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, অচিরেই তারা জানতে পারবে (১৫:৩)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৩৪ সাবা আয়াত ৩৫</u>

وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَـٰدًا

তারা আরও বলতো, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশীল

وَأَوْلَـٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না (৩৪:৩৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৯ তাওবা আয়াত ৫৫</u>

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ

সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিমুগ্ধ না করে

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا

আল্লাহ তো এগুলোর দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাচ্ছেন

وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُونَ

ওর কাফির থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে (৯:৫৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৩ আলে ইমরান আয়াত ১৭৮

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ

কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেয় তাদের কল্যাণের জন্য;

إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا

আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্চনা দায়ক শাস্তি (৩:১৭৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৬৮ কলম আয়াত ৪৪, ৪৫

فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ

আমাকে ছেড়ে দাও এবং যারা এই বানীকে প্রত্যাখান করে তাদেরকে

سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

আমি ওদেরকে ক্রমে ধরবো (অর্থাৎ ধবংসের দিকে নিয়ে যাবার জন্য ধরবো) এমনভাবে যে, ওরা জানতে পারবে না (৬৮:৪৪)

وَأُمْلِى لَهُمْ

আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি

إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ

নিশ্চয়ই আমার কৌশল বলিষ্ঠ (৬৮:৪৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৭৪ মুদ্দাছছির আয়াত ১১ থেকে ১৭</u>

ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا

আমাকে ছেড়ে দাও এবং যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী (৭৪:১১)

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا

আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ (৭৪:১২)

وَبَنِينَ شُهُودًا

এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ (৭৪:১৩)

وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا

এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর উপকরণ। (৭৪:১৪)

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ

এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। (৭৪:১৫)

كَلَّآ إِنَّهُ كَانَ لِءَايَـٰتِنَا عَنِيدًا

না, তা হবেনা, সে তো আমার নিদর্শন সমূহের উদ্ধত বিরোধীতাকারী (৭৪:১৬)

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا

আমি অচিরেই তাকে চড়াবো শাস্তির পাহাড়ে। (৭৪:১৭)

বুখারী শরীফের একটি হাদিস

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَابْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّ ثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَاءِيْلَ وَلَا حَرَجَ مَن كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন: আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। আর বনি ইসরাইলিদের ঘটনাবলী উদ্ধৃত করা, যাতে কোনো ক্ষতি নেই। আর যে ব্যাক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে অবশ্যই জাহান্নাম তার ঠিকানা বানিয়ে নিবে। (বুখারী)

আল্লাহ ও তার রাসূল যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন সে কাজে জড়িত হওয়া সম্পর্কে কঠোর সাবধান বাণী।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ২৪ নূর আয়াত ৬৩

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

সুতরাং যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি। (২৪:৬৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৩ আলে ইমরান আয়াত ৩০

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন (৩:৩০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ৮৫ বুরূজ আয়াত ১২

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রবের পাকড়াও খুবই কঠোর (৮৫:১২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ১১ হুদ আয়াত ১০২

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

তোমার রব যখন কোনো অত্যাচারী জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তার পাকড়াও করা এরূপই হয়ে থাকে। আসলে তার পাকড়াও বড়োই কঠোর ও পীড়াদায়ক। (১১:১০২)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

Narrated Abu Hurairah (رضى الله عنه) The Prophet (Pbuh) said, "Allah has a sense of Ghaira, and Allah's sense of Ghaira is provoked when a believer does something which Allah has prohibited."

Ghaira means self-respect.

হজরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (স:) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সুক্ষ মর্যাদাবোধ সম্পন্ন. কোন মানুষ যখন নিষিদ্ধ কাজ করে, তখন আল্লাহর মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়।

(বুখারী ৫২২৩, মুসলিম ২৭৬১, তিরমিযি ১১৬৮, আহমদ ১৬৪০৩, ২৬৪২৯, রিয়াদুস সালেহীন ১৮০৮)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ ও রাসূলের সতর্কবাণী "দ্বীন এক আল্লাহর একত্ববাদ।
দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না।"
আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ